তাৎক্ষণিক প্রকাশের জন্য

ঢাকা, ১৮ আগস্ট ২০২৬

১৮০ দিনে সতর্ক আশাবাদ: প্রধানমন্ত্রীর কাজে সন্তুষ্ট ৬৬.৩ শতাংশ, দেশ সঠিক পথে চলছে বলছেন ৪৮.৬ শতাংশ

ডপলারের প্রথম অ্যাপ্রুভাল রেটিং জরিপে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জোরালো সমর্থন পাওয়া গেলেও সরকারের কাজ এবং দেশ কোন পথে চলছে - এই দুই প্রশ্নে সন্তুষ্টির হার তুলনামূলক কম। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নিয়ে মানুষ আশাবাদী, কিন্তু একইসাথে তারা বলছেন, অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে। খাদ্য ও জ্বালানির দাম এবং বিদ্যুৎ পরিস্থিতিকে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন উত্তরদাতারা। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে পরিচালিত ইনোভিশনের পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভের (পেপস) দ্বিতীয় রাউন্ডের ১০ হাজার ৪১৩ জনের প্যানেলে টেলিফোনে (কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড টেলিফোন ইন্টারভিউ বা ক্যাটি পদ্ধতিতে) এই জরিপ চালানো হয়।

ডপলার ওপিনিয়ন রিসার্চ আজ 'অ্যাপ্রুভাল রেটিং সার্ভে ২০২৬' প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৮০ দিনের কাজ নিয়ে জনমত যাচাইয়ে পরিচালিত এটি একটি জাতীয় জরিপ। ১০ হাজার ৪১৩ জনকে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছিল, সাড়া পাওয়ার হার ৩৩.১ শতাংশ। সব মিলিয়ে ৩ হাজার ৪৪৩ জন জরিপের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, এই জনগোষ্ঠী দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৯টি ওয়ার্ড ও গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০২২ সালের আদমশুমারির সঙ্গে সংগতি রেখে ফলাফলে ওজন (ওয়েট) প্রয়োগ করা হয়েছে। জরিপে যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে বলা যায় সতর্ক আশাবাদ। মানুষ প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের কাজে সন্তুষ্ট, কিন্তু দেশ কোন পথে চলছে তা নিয়ে তারা বিভক্ত। আর দৈনন্দিন জীবনে উন্নতি হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নে তারা এখনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি।

প্রধানমন্ত্রীর কাজে সন্তুষ্টির হার সরকারের চেয়ে বেশি

প্রাপ্তবয়স্কদের ৬৬.৩ শতাংশ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করছেন। ২১.৬ শতাংশ বলেছেন, তিনি ভালো করছেন না। বাকি ১২.১ শতাংশের কোনো মতামত নেই কিংবা তাঁরা উত্তর দিতে চাননি। এই মূল্যায়ন প্রায় সব শ্রেণিতেই অভিন্ন: বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা ও আয় - সব শ্রেণিতে এই হার ৬১.৭ থেকে ৭০.৩ শতাংশের মধ্যে এবং আটটি বিভাগের প্রতিটিতেই ৬২.৩ শতাংশ বা তার বেশি।

সরকারের কাজে সন্তুষ্টির তুলনায় প্রধানমন্ত্রীর কাজে সন্তুষ্টির হার বেশি, এমনকি অন্য দলের সমর্থকদের মধ্যেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের মাঝে ৬৫.৫ ভাগ, জাতীয় নাগরিক পার্টির সমর্থকদের মাঝে ৬৫.৮ ভাগ এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ৫২.৫ শতাংশ প্রধানমন্ত্রীর কাজে সন্তুষ্ট। সরকারের কাজকে ভালো বলেছেন ৫৪.৫ শতাংশ, খারাপ বলেছেন ৩২.৯ শতাংশ। প্রতিটি দলীয় সমর্থকগোষ্ঠীতেই একই ক্রম দেখা গেছে - প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান সরকারের ওপরে, আর সরকারের অবস্থান দেশের গতিপথ নিয়ে মূল্যায়নের ওপরে।

দেশ সঠিক পথে চলছে, বলছেন অর্ধেকের কিছু কম

৪৮.৬ শতাংশ মনে করেন দেশ সঠিক পথে চলছে, আর ৩৫.৬ শতাংশ মনে করেন ভুল পথে। ১৫.৮ শতাংশ কোনো উত্তর দেননি - যা জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের মধ্যে সর্বোচ্চ।

জরিপের অন্য যেকোনো প্রশ্নের তুলনায় এই প্রশ্নেই মতভেদ সবচেয়ে বেশি। বিএনপির সমর্থকদের ৬৫.৫ শতাংশ বলেছেন দেশ সঠিক পথে আছে; আওয়ামী লীগের সমর্থকদের ক্ষেত্রে এই হার সর্বনিম্ন - ৩৪.৪ শতাংশ। বিভাগভেদে এই হার ময়মনসিংহে ৬১.৭ শতাংশ থেকে খুলনায় ৩৮.৭ শতাংশ পর্যন্ত। শিক্ষার স্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই হার কমেছে—কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৫৪.৬ শতাংশ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণদের মধ্যে ৪১.১ শতাংশে।

খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য এবং বিদ্যুৎ নিয়ে নাগরিকরা উদ্বিগ্ন

দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী - কোনো তালিকা না দিয়ে এই প্রশ্ন করা হলে ৫৯.৫ শতাংশ বলেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির কথা এবং ৫৯.১ শতাংশ বলেছেন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের কথা। তৃতীয় স্থানে আইনশৃঙ্খলা (৩২.৬ শতাংশ) এবং চতুর্থ স্থানে কর্মসংস্থান (৩০.৮ শতাংশ)।

যে দুটি বিষয়কে সবচেয়ে বড় সমস্যা বলা হয়েছে, সেই দুটিতেই সরকারের কাজের মূল্যায়ন সবচেয়ে খারাপ। ৮৯.৪ শতাংশ বলেছেন বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা খারাপ হচ্ছে, ৭৯.৬ শতাংশ বলেছেন জ্বালানি ও গ্যাসের ক্ষেত্রে এবং ৬৯.১ শতাংশ বলেছেন নিত্যপণ্যের মুল্যের ক্ষেত্রে। বিভাগ, আয় বা শিক্ষার ভিত্তিতে এই মূল্যায়নে খুব একটা হেরফের হয়নি। যাচাই করা সাতটি খাতের মধ্যে কেবল শিক্ষা খাতেই ইতিবাচক রায় এসেছে; ৭০.৬ শতাংশ বলেছেন এই খাত ভালোভাবে সামলানো হচ্ছে।

কঠিন একটি বছর গিয়েছে, সামনের বছর ভালো যাবার প্রত্যাশা

৪৬.৫ শতাংশ বলেছেন, এক বছর আগের তুলনায় তাঁদের পরিবারের অবস্থা খারাপ হয়েছে; ১৭.৫ শতাংশ বলেছেন ভালো হয়েছে। সামনের ১২ মাসে অবস্থা ভালো হবে বলে আশা করছেন ৩৮.১ শতাংশ, খারাপ হবে বলে মনে করছেন ২৪.৩ শতাংশ। দেশ নিয়ে ৪৮.৪ শতাংশ এক বছর আগের চেয়ে বেশি আশাবাদী, ৩৯.০ শতাংশ কম আশাবাদী এবং মাত্র ৬.২ শতাংশ বলেছেন কিছুই বদলায়নি।

(পাঠকের সতর্কতার জায়গাটি এখানেই। জরিপের কোনো প্রশ্নেই ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া কোনো উন্নতির প্রমাণ নয়। যা মিলেছে, তা হলো মানুষের প্রত্যাশা।)

ফ্যামিলি কার্ড, কর নীতি এবং গণভোটের রায় বাস্তবায়নের প্রতি ব্যাপক সমর্থন

ফ্যামিলি কার্ডকে সমর্থন করেছেন ৭৮.৬ শতাংশ, কর নীতিকে সমর্থন করেছেন ৭০.৭ শতাংশ এবং ৭০.০ শতাংশ মনে করেন সরকারের উচিত গণভোটের ফল বাস্তবায়ন করা।

বিরোধী নেতাদের গ্রহণযোগ্যতা ভালো, তবে অনেকেই তাঁদের কাজ সম্পর্কে অবহিত নন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমিরের কাজকে ভালো বলেছেন ৪৭.৭ শতাংশ; জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়কের কাজকে ভালো বলেছেন ৩৯.৮ শতাংশ। যথাক্রমে ২০.২ ও

২৩.০ শতাংশ বলেছেন তাঁরা ভালো করছেন না। তবে ৩২.১ শতাংশ ও ৩৭.২ শতাংশ বলেছেন, এই দুই নেতা সম্পর্কে মতামত দেওয়ার মতো যথেষ্ট তথ্য তাঁদের জানা নেই।

নারী ও সংখ্যালঘুরা তুলনামূলকভাবে কম নিরাপদ বোধ করেন

নিজের এলাকায় সন্ধ্যার পর একা হাঁটতে নিরাপদ বোধ করেন ৬৪.৩ শতাংশ নারী, পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ৭০.৯ শতাংশ। প্রকাশ্যে ধর্ম পালনে নিরাপদ বোধ করেন ৯৫.২ শতাংশ; তবে মুসলিম উত্তরদাতাদের মধ্যে এই হার ৯৭.১ শতাংশ এবং হিন্দু উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮২.০ শতাংশ।

জরিপ যা বলে না

জরিপে মানুষ যা বলেছেন, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে। এই ধারণাগুলো উত্তরদাতাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে কি না, জরিপ তা বলতে পারে না।

উদ্‌ধৃতি

‘নির্দিষ্ট সময় পরপর সরকারের কাজের মূল্যায়ন হওয়া দরকার, কারণ দুই নির্বাচনের মাঝের সময়ে সরকারের অগ্রাধিকার নতুন করে ঠিক করতে জনমতই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। সেই বিবেচনায় এই জনমত জরিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জরিপ বলছে, সরকারের হানিমুন পিরিয়ড প্রায় শেষ। এই মাত্রার জনসমর্থন নিয়ে সরকারের হাতে খরচ করার মতো রাজনৈতিক পুঁজি সীমিত, আর সেটি বুঝেশুনে খরচ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ গ্রহণযোগ্যতা সরকারের জন্য স্বস্তির খবর, কিন্তু এর অর্থ এই-ও যে প্রধানমন্ত্রীর ভালো পারফরম্যান্সের সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পারফরম্যান্স মিলছে না। মানুষ তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। চাঁদাবাজি, আইনশৃঙ্খলার অবনতির মতো বিষয়গুলো সার্বিক “সুশাসন” নিয়েই প্রশ্ন তুলছে। সরকারকে এই চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।’

আসিফ শাহান, অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

— সমাপ্ত —

সম্পাদকের জন্য নোট

1. মাঠপর্যায়ের কাজ পরিচালিত হয় ২০২৬ সালের আগস্টে, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের একটি প্যানেলের ওপর। মোট ১০ হাজার ৪১৩টি কল করা হয়। সাক্ষাৎকার সম্পন্ন করেন ৩ হাজার ৪৪৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক।
2. নমুনায় অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪৮৯টি প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট—প্রতিটি একটি ওয়ার্ড বা গ্রাম—৬৪ জেলা ও ৮ বিভাগজুড়ে। বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, বিভাগ এবং শহর বা গ্রাম অনুযায়ী আদমশুমারির সঙ্গে সংগতি রেখে ফলাফলে ওজন প্রয়োগ করা হয়েছে।
3. জাতীয় পর্যায়ের কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে ত্রুটির সম্ভাব্য মাত্রা (মার্জিন অব এরর) প্রায় ২.৬ শতাংশ পয়েন্ট। একক কোনো বিভাগ বা একক দলীয় সমর্থকগোষ্ঠীর হিসাব তুলনামূলক কম সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে করা, ফলে সেখানে ত্রুটির মাত্রা বেশি।

4. কোনো প্রশ্নে কোনো দল বা মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। উত্তরদাতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচিত সরকার’ সম্পর্কে।
5. জরিপে অর্থায়ন ও সহায়তা করেছে ইনোভিশন কনসাল্টিং।
6. প্রশ্নপত্র, নমুনা, ওজন প্রয়োগের পদ্ধতি এবং অর্থায়ন—সবই পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। পদ্ধতি নিয়ে যে কারও প্রশ্নের উত্তর ডপলার দেয়, তিনি প্রতিষ্ঠানের ক্লায়েন্ট হোন বা না হোন।

ডপলার ওপিনিয়ন রিসার্চ সম্পর্কে

ডপলার রিসার্চ বাংলাদেশ লিমিটেড ঢাকাভিত্তিক একটি স্বাধীন জনমত গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ২০২৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (পেপস) নিয়ে ইনোভিশন কনসাল্টিংয়ের কাজের ধারাবাহিকতায় ডপলারের জন্ম। বাংলাদেশে জনগুরুত্বপূর্ণ নীতি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে স্বাধীন জনমত গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তোলার কৃতিত্ব মূলত পেপসকেই দেওয়া হয়। পেপসের নকশা, বাস্তবায়ন ও ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়ায় ইনোভিশন যে সক্ষমতা ও সম্পদ গড়ে তুলেছে, ডপলার তারই ওপর ভিত্তি করে কাজ করছে। এই জরিপের নকশা, অর্থায়ন ও প্রকাশ কোনো দল, মন্ত্রণালয় বা প্রচারাভিযান থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

যোগাযোগ (গণমাধ্যম)

ডপলার ওপিনিয়ন রিসার্চ, ঢাকা
মো. রুবাইয়াৎ সারওয়ার
দ্য অ্যালায়েন্স বিল্ডিং, ৬৩/ক প্রগতি সরণি, ঢাকা ১২১২